সর্বশক্তিমান ও পরম করুণাময় আল্লাহর নামে শুরু করছি, যিনি তাঁর বান্দাদেরকে সঠিক পথে পরিচালিত করেছেন। এবং সর্বোত্তম ও সবচেয়ে পরিপূর্ণ সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক আমাদের নবী মুহাম্মাদ ﷺ-এর উপর। অতঃপর;

আল্লাহ ﷻ আমাদেরকে অসংখ্য নেয়ামত দান করেছেন। এর মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল ইসলামের নেয়ামত, যার রয়েছে পাঁচটি গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ। এর মধ্যে অন্যতম হলো রমাদান মাসে সিয়াম পালন। এ মাসের সিয়াম একটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ ফরজ এবং এর আগমন মু'মিনদের জন্য রহমতের স্বরূপ। আর আজ এ মাসটি আবারও আমাদের মাঝে আবির্ভূত হয়েছে। তাই আমাদের উচিত এ সর্বোত্তম অতিথিকে সর্বোত্তম উপায়ে স্বাগত জানানো।

অতিথির অধিকার হলো এই যে আপ্যায়নকারী তার আগমনে আনন্দিত হবে এবং তার জন্য হৃদয় প্রশস্ত করে দেওয়া হবে। তাকে সময় দেওয়া হবে এবং চেহারা ও কাজেকর্মে তাকে বরণ করে নেওয়ার চিহ্ন ফুটে উঠবে। আর রমাদান তো এমন এক অতিথি যার দিনগুলো সীমিত এবং যার রাতগুলো অমূল্য মুক্তোর মতো। নফসগুলো এ মাসে পবিত্র হয়ে উঠে এবং দানশীলতার হাত এসময় উঁচু হয়ে উঠে। মু'মিনের শরীর এ সময় সিয়াম পালন করে, তার আত্মা এর মাধ্যমে পরিশুদ্ধি লাভ করে আর তার কণ্ঠে প্রতিধ্বনিত হতে থাকে কুর'আন। এমন একজন অতিথিকে তবে কিভাবে স্বাগত জানানো উচিত?

নিঃসন্দেহে এমন বৈশিষ্ট্যের অতিথিকে তার জন্য যথাযোগ্য উপকরণ দিয়েই অভ্যর্থনা জানাতে হবে। তাকে বরণ করে নিতে ঈমান নবায়ন করে নিতে হবে এবং তাতে সর্বোচ্চ চেষ্টা-প্রচেষ্টা চালানোর আন্তরিক নিয়ত করতে হবে। একজন মানুষ মু'মিন হওয়ার পরও ঈমানের নবায়নই তাকে রমাদানে ইবাদতের উপর অবিচল রাখবে। আল্লাহ ﷻ বলেন: {হে ঈমানদারগণ! ঈমান আনয়ন করো আল্লাহ ও তাঁর রসূলের প্রতি এবং এই কিতাবের প্রতি, যা তিনি তাঁর রসূলের প্রতি অবতীর্ণ করেছেন এবং তাঁর পূর্বে নাযিলকৃত কিতাবের প্রতি।} [আন-নিসা:১৩৬]। ঈমান শক্তিশালী হয় আল্লাহর যিকিরের মাধ্যমে। আর সর্বশ্রেষ্ঠ যিকির হচ্ছে কুর'আন তেলাওয়াত ও এর অর্থ নিয়ে চিন্তা-ফিকির করা। এটি সেসব রোগাক্রান্ত হৃদয়ের জন্য নিরাময় যেগুলো এ চরম ফিতনার যমানায় দুর্বলতা, ক্লান্তি, হতাশা, কিংবা একাকীত্বে আক্রান্ত হয়েছে। একজন তেলাওয়াতকারী যখন কুর'আন থেকে একটি অক্ষর পাঠ করে, আল্লাহ তার নেক আমলের খাতায় তা বহুগুণ বাড়িয়ে দেন। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন: "যে ব্যক্তি আল্লাহর কিতাব থেকে একটিমাত্র অক্ষর তেলাওয়াত করবে, সে একটি নেকী পাবে এবং সেই একটি নেকী দশটিতে পরিণত হবে। আমি বলছি না যে 'আলিফ-লাম-মীম' একটি অক্ষর। বরং আলিফ একটি অক্ষর, লাম একটি অক্ষর এবং মীম একটি অক্ষর।" [তিরমিযী] আল্লাহর ইচ্ছানুযায়ী একটি নেকী দশ এবং সাতশত গুণ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়। এবং আল্লাহ যাকে ইচ্ছা তার জন্য তা বহুগুণে বাড়িয়ে দেন। অতএব সাবধান, যদি আপনি কুর'আনের মাসে কুর'আন থেকে উপকৃত না হতে পারেন, তবে যে এর চেয়ে বঞ্চনার আর কিছুই নেই।

রমদানকে মহিমান্বিত করা

রমাদান মাসকে বরণ করে নিতে হবে এর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করার মাধ্যমে। কেননা এটি আল্লাহর একটি বিধান এবং এর প্রতি সম্মান প্রদর্শন ফরজ। এটি হলো অন্তরে তাকওয়ার উপস্থিতির চিহ্ন। আল্লাহ ﷻ বলেছেন: {আর কেউ যদি আল্লাহর বিধানসমূহের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে, তাহলে তা তো অন্তরে থাকা তাকওয়ারই বহিঃপ্রকাশ।} [আল-হাজ্জ:৩২] এবং এই সম্মান প্রদর্শনের মধ্যে রয়েছে সিয়ামের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য জানা। কেবল ক্ষুধার্ত বা তৃষ্ণার্ত থাকাই সিয়ামের উদ্দেশ্য নয়। বরং এর উদ্দেশ্যতো এটিই যে আল্লাহর বান্দারা যেন তাকওয়া অর্জন করতে পারে। আল্লাহ ﷻ বলেছেন: {হে ঈমানদারগণ! তোমাদের জন্য সিয়াম ফরজ করা হয়েছে যেমনভাবে ফরজ করা হয়েছিল তোমাদের পূর্ববর্তীদের ওপর; যাতে তোমরা তাকওয়াবান হতে পার।} [আল-বাকারা:১৮৩] অর্থাৎ সিয়াম ফরজ করা হয়েছে যাতে একজন মু'মিন একজন তাকওয়াবান, আল্লাহর ভয়ে ভীত, তাঁর আদেশ পালনকারী এবং তিনি যা নিষেধ করেছেন তা বর্জনকারী একজন বান্দা হতে পারে। আর সিয়াম হলো তাকওয়ার সবচেয়ে সুস্পষ্ট বহিঃপ্রকাশগুলোর একটি। কেননা সিয়াম পালনকারী নিজেকে এমনসব বিষয় থেকে দূরে রাখে যা মৌলিকভাবে তার জন্য জায়েয ছিল। কিন্তু তবুও সে আল্লাহর আদেশ মোতাবেক এসব থেকে দূরে থাকে। তাহলে যা সবসময়ই হারাম ছিল সেগুলো থেকে নিজেকে বিরত রাখার ব্যাপারটি কেমন হওয়া উচিত? এগুলো থেকে কী আরও আগে নিজেকে বিরত রাখা উচিত নয়? আর যখন ব্যাপারটি হয় কাফিরদের সাথে মিত্রতা করা কিংবা বিশ্বজগতের রবের আইন বাদে অন্য কোনো আইন বাস্তবায়নের মতো কুফর ও শির্ক, তখন কী হওয়া উচিত? নিশ্চয়ই যে ব্যক্তি এসবে লিপ্ত থাকে এবং দাবি করে যে সে সিয়াম পালন করছে, সে তো আসলে নিজেকে কষ্ট দেওয়া ছাড়া আর কিছুই করে না। রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ "যে ব্যক্তি মিথ্যা বলা ও সে অনুসারে কাজ করা এবং জাহালত পরিত্যাগ করল না, আল্লাহর নিকট তার পানাহার বর্জনের কোন প্রয়োজন নেই।" [বুখারি]

একইভাবে আপন নফসকে ধৈর্যের জন্য প্রস্তুত করার মাধ্যমে রমাদানকে স্বাগত জানাতে হয়। কেননা সিয়াম হল ধৈর্যের সর্বোত্তম বহিঃপ্রকাশগুলোর একটি। ইবন রজব আল-হাম্বলী রহিমাহুল্লাহ বলেন: "সবচেয়ে উত্তম প্রকারের ধৈর্য হল সিয়াম। কেননা এটিতে তিন ধরনের ধৈর্যই অন্তর্ভুক্ত। কেননা সিয়ামপালনকারী আল্লাহর আনুগত্য করার ক্ষেত্রে ধৈর্য ধারণ করে এবং আল্লাহর অবাধ্যতা থেকে নিজেকে বিরত রাখার ক্ষেত্রেও সে ধৈর্য ধারণ করে। সে আল্লাহর জন্য তার কামনা-বাসনাগুলোকে পরিত্যাগ করে যদিও তার নফস প্রতিনিয়ত এগুলোর দিকে ঝুঁকে থাকে। এ কারণেই সহীহ হাদীসে এসেছে যে, আল্লাহ ﷻ বলেন: 'আদম সন্তানের প্রতিটি আমলই তার জন্য; শুধুমাত্র সিয়াম ছাড়া। এটি আমারই এবং আমিই এর প্রতিদান দেব। কেননা সে আমার জন্যই তার তার খাদ্য, পানীয় ও কাম পরিত্যাগ করে।' এবং সিয়াম পালনের ক্ষেত্রে তৃষ্ণা ও ক্ষুধার উপর সবর করার মাধ্যমে এতে আল্লাহর নির্ধারিত তাকদীরের ব্যাপারে সবর করাও অন্তর্ভুক্ত।" [জামি'উল 'উলূম ওয়াল 'হিকাম] ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: " ধৈর্যের মাসের(রমাদান) সিয়াম এবং প্রতি মাসে তিনটি সিয়াম পালন হৃদয়ের উত্তাপ দূর করে দেয়।" [মুসনাদে আহমাদ] বলা হয় যে হৃদয়ের উত্তাপ হল তীব্র রাগ, অন্তরের অশান্তি ও শয়তানের ওয়াসওয়াসা। এবং এটাও বলা হয় যে এ হলো ঘৃণা ও ক্রোধ। সিয়ামের মাধ্যমে বান্দা আল্লাহর সাথে সততা অর্জন করে এবং আল্লাহ তাকে সর্বদা পর্যবেক্ষণ করছেন - এ উপলব্ধি লাভ করে। কেননা আল্লাহর অবাধ্যতা থেকে সিয়ামপালনকারীকে আর কিছুই বিরত রাখে না এই বিষয়টি ব্যাতিত যে আল্লাহ তাকে সর্বদা পর্যবেক্ষণ করছেন। ইবনুল কাইয়্যিম রহিমাহুল্লাহ বলেন: "সিয়াম পালনকারী একমাত্র তার মা'বুদের জন্যই তার লালসা, খাদ্য ও পানীয় ত্যাগ করে। এটি হলো আত্মার সন্তুষ্টি ও আনন্দকে আল্লাহর সন্তুষ্টি ও ভালোবাসা পাওয়ার জন্য কোরবানি করা। এটি বান্দা ও তার রবের মাঝে একটি গোপনীয় বিষয় হিসাবে রয়ে যায় যার সম্পর্কে তার রব ছাড়া কেউই অবগত থাকে না। সুস্পষ্ট ও প্রকাশ্য সিয়াম ভঙ্গকারী বিষয়গুলো থেকে বেঁচে থাকার বিষয়টি তো মানুষেরও দৃষ্টিগোচর হয়। কিন্তু সিয়াম পালনকারী বান্দা তার খাদ্য, পানীয় এবং লালসা ত্যাগের মতো বিষয়গুলো কেবল তার রবের জন্যই করে থাকে, যা কোনো মানুষের দৃষ্টিগোচর হয় না। এটিই হলো সিয়ামের হাকিকত।" [যাদ আল-মা'আদ]

একইভাবে রমাদনকে স্বাগত জানাতে হয় আল্লাহর বান্দাদের সাথে আপন আচরণ মার্জিত করা, নিজে নফসকে সংযত করা, রাস্তা থেকে ক্ষতিকর বস্তু অপসারণ, দৃষ্টি নত করা এবং জিহ্বাকে আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত হারাম বিষয়গুলি থেকে বিরত রাখার মাধ্যমে। আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ "তোমাদের কেউ যদি কোনদিন সিয়াম পালন করে, তবে সে যেন অশ্লীল কথাবার্তা এবং অজ্ঞতাপূর্ণ আচরণ থেকে দূরে থাকে। যদি কেউ তাকে গালি দেয় কিংবা তার সাথে ঝগড়ায় লিপ্ত হতে উদ্যত হয় তাহলে সে যেন বলে: আমি সিয়াম পালনকারী।" [বুখারী] অতএব, সিয়াম পালনকারীর জন্য এ মহান ইবাদতটিকে নষ্ট করে দেয় কিংবা এর সওয়াব কমিয়ে দেয় এমন সব বিষয় থেকে বিরত থাকা আবশ্যক।

দান-সদকা করা এবং অর্থ দিয়ে জিহাদ করা

যাদের আল্লাহ সুবহানাওয়াতালা তাঁর অনুগ্রহ থেকে রিযিক প্রদান করেছেন তাদের জন্য উচিৎ রমাদনকে স্বাগত জানানো দান-সদকা এবং অর্থ দিয়ে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদে অংশগ্রহণের মাধ্যমে। তাদের উচিত শহীদ ও কয়েদিদের পরিবারের খোঁজখবর নেওয়া ও তাদের দেখভাল করার মাধ্যমে এ মাসটিকে স্বাগত জানানো। কেননা নিঃসন্দেহে এটি এমন একটি মাস যাতে নেক আমলসমূহের সওয়াব বহুগুণে বৃদ্ধি পায়। নবী ﷺ ছিলেন মানুষের মধ্যে সবচেয়ে উদার ও দানশীল ব্যক্তি এবং তিনি রমাদান মাসেই সবচেয়ে বেশি দান-খয়রাত করতেন। এ মাসে তিনি অত্যধিক পরিমাণে সালাত আদায় করতেন, যিকির করতেন, দান-খয়রাত করতে এবং কুরআন তেলাওয়াত করতেন। ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত: "রাসূলুল্লাহ ﷺ ছিলেন মানুষের মধ্যে সবচেয়ে উদার ও দানশীল ব্যক্তি এবং তিনি সবচেয়ে বেশি দানশীল হয়ে উঠতেন রমাদান মাসে। কেননা জিবরাইল আলাইহিস সালাম রমাদান মাস অতিবাহিত হয়ে যাওয়ার আগপর্যন্ত রমাদানের প্রত্যেক রাতেই তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করতেন এবং আল্লাহর রসূল তাঁকে কুরআন তিলাওয়াত করে শোনাতেন। যখন জিবরাইল আলাইহিস সালাম তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করতেন, তখন নবী ﷺ রহমতস্বরূপ প্রেরিত বাতাস থেকেও অধিক দানশীল হয়ে উঠতেন।" [বুখারী] ইমাম আল-নাওয়ায়ী বলেন: "এই হাদীসে রয়েছে বেশ কিছু ফায়েদা। এতে নবী ﷺ-এর অত্যধিক দানশীলতার বর্ণনা পাওয়া যায়। একইভাবে এটি প্রমাণ করে যে রমাদান মাসে দান-খয়রাত বৃদ্ধি করা মুস্তাহাব। এ থেকেও এ-ও বোঝা যায় যে, সৎকর্মশীলদের সাথে সাক্ষাৎ করলে তাদের সাক্ষাতের প্রভাবে ব্যক্তির দানশীলতা বৃদ্ধি পায়।" [শারহু মুসলিম] দান করার আমরা বিশেষভাবে উল্লেখ করছি বিভিন্ন "সন্ত্রাসবাদ বিরোধী" কারাগার ও ক্যাম্পগুলোতে বন্দী থাকা মুসলিম নারী ও শিশুদেরকে। কেননা বিশ্বের সকল মুসলিমদের সম্পদেই তাদের হক রয়েছে। নিশ্চয়ই সেই ব্যক্তিই সফলকাম, যার জীবনে এমন কোনো রমাদান অতিবাহিত হয়নি, যে রমাদানে সে আল্লাহর রাস্তায় তার সম্পদের কোনো অংশ ব্যয় করেনি।

আর মুজাহিদিনদের জন্য উচিত এই বরকতময় মাসটিকে স্বাগত জানানো শত্রুর প্রত্যেক গিরায় গিরায় আঘাত করার পরিকল্পনা তৈরির মাধ্যমে। কেননা রমাদান মাস হচ্ছে জিহাদ ও বিজয়ের মাস। সুতরাং হে মুজাহিদগণ, একদিক দিয়ে তাগুত ও তাদের বাহিনীসমূহকে দূর্বল করে দিতে এবং অন্য দিক দিয়ে সাধারণ মুসলিমদের মাঝে হেদায়েত ও ইলম ছড়িয়ে দিতে এই মাসের সর্বোচ্চ সদ্ব্যবহার করুন। সুতরাং দিন রাতকে এক
করে চেষ্টা চালিয়ে যান, কেননা এটি হচ্ছে আখিরাত কামনাকারী লোকেদের মাস। এ মাসটির পুরোটিই বরকতময় এবং এ মাসে প্রত্যেক নেক আমলের সওয়াব বাড়িয়ে দেওয়া হয় বহুগুণ।

হে মুসলিমগণ! নিজেদেরকে পরিবর্তন করুন

রমাদানে মুমিনরা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে বিষয়ের প্রত্যয় গ্রহণ করে তা হচ্ছে নিজেকে পরিবর্তন করা। আল্লাহ ﷻ বলেন: {নিশ্চয়ই আল্লাহ কোনো জাতির অবস্থা ততক্ষণ পর্যন্ত পরিবর্তন করেন না যতক্ষণ না তারা নিজেরা নিজেদের অবস্থা পরিবর্তন করে।} [আর-রাদ: ১১] সুতরাং যে গুনাহগার ছিল সে যেন তওবা করে নেয়। আর যে সক্ষম হওয়া সত্ত্বেও জিহাদে অংশগ্রহণ না করে ঘরে বসে ছিল, সে যেন এই দৃঢ় সংকল্প গ্রহণ করে যে আরেকটি রমাদান আগমনেরর পূর্বেই সে নিজেকে মুজাহিদিনদের সারিতে অন্তর্ভুক্ত করবে।

আমরা সাধারণ মুসলিমদেরকে তাদের দূর্বলতা ও তাদের উপর শত্রু যে কর্তৃত্ব করছে তা থেকে নিজেদের মুক্ত করার জন্য সচেষ্ট হওয়ার পরামর্শ দিই। এবং এটি কখনই সম্ভব হবে না যদি না আপনারা আল্লাহর পথে জিহাদ করেন, অস্ত্রধারণ করেন, তাগুতের বিরুদ্ধে লড়াই করেন এবং এ দ্বীনের জন্য কুরবানী করেন। আর জাগ্রত হওয়া, আল্লাহর কাছে ফিরে আসা ও তাওবা করার জন্য রমাদানই সর্বোত্তম সময়।

আমরা বিশেষভাবে মুসলিম উম্মাহর সেই যুবকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি যারা চূড়ান্ত গাফেলতি ও ক্রীড়া-কৌতুকে ডুবে আছে, তারা যেন এই রমাদানেই আল্লাহর কাছে তওবা করে এবং তাঁর দিকে ফিরে আসে। নিশ্চয়ই আল্লাহ তওবাকারীদের ভালোবাসেন। তাদের উচিত জিহাদে অংশগ্রহণ করা, কেননা এটি এমন এক আমল, যার মাধ্যমে আল্লাহ বান্দার দুশ্চিন্তা ও কষ্ট দূর করে দেন এবং তার পাপ ও মন্দ কাজগুলো মুছে দেন।

যাকে আল্লাহ এ পবিত্র মাসের সাক্ষী হওয়ার সুযোগ দিয়েছেন এবং এ মাসে পৌঁছানো পর্যন্ত তার জীবনকে দীর্ঘায়িত করে দিয়েছেন সে যেন আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করে। কত মানুষকে আল্লাহ এ দিনগুলো প্রাপ্তির আগেই মৃত্যু দিয়ে দিয়েছেন। সফলকাম তো সেই ব্যক্তি যে এ মাস কাটায় সালাতে, আল্লাহর যিকিরে, এবং তাঁর ইবাদতে সর্বোচ্চ পরিশ্রমে করে।

হে আল্লাহ, আমাদেরকে তাদের অন্তর্ভুক্ত করুন, যারা রমাদানে ঈমানের সাথে এবং সওয়াবের আশায় সিয়াম ও কিয়াম করে। এবং আমাদেরকে তাদের অন্তর্ভুক্ত করুন যাদের আমলের সর্বোত্তমটি কবুল করা হয়। আর পরিশেষ সমস্ত প্রশংসা সমগ্র বিশ্বজগতের মহামহীম রব আল্লাহর জন্য।